রেমিডিয়েশন কো-অর্ডিনেশন সেল (আরসিসি)

বাংলাদেশের তৈরী পোশাক শিল্পের জন্য

২০১৩ সালের এপ্রিলে রানা প্লাজা ধসের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সকল রপ্তানিমুখী গার্মেন্টস কারখানার কাঠামোগত, অগ্নি এবং বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিদর্শন অবিলম্বে অগ্রাধিকার পায়।

বাংলাদেশ অ্যাকর্ড অন ফায়ার অ্যান্ড বিল্ডিং সেফটি (অ্যাকর্ড) ও অ্যালায়েন্স ফর বাংলাদেশ ওয়ার্কার সেফটি (অ্যালায়েন্স) নামক দুইটি সংস্থা বিভিন্ন কারখানা পরিদর্শন করে যেখান থেকে তাদের সদস্যরা তৈরী পোশাক সংগ্রহ করে থাকে। অবশিষ্ট কারখানাগুলোর মূল্যায়ন করা হয় আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) দ্বারা সমর্থিত একটি জাতীয় উদ্যোগ (ন্যাশনাল ইনিশিয়েটিভ)-এর মাধ্যমে যার অর্থায়ন করেছিল কানাডা, নেদারল্যান্ডস এবং যুক্তরাজ্য।

২০১৫ সালের ডিসেম্বর মাসে পরিদর্শন সমাপ্ত হওয়ার পর কারখানা সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। পরিদর্শন প্রতিবেদনগুলোতে উল্লিখিত সুপারিশ এবং কারখানাগুলোর সংশোধনমূলক কর্মপরিকল্পনা (ক্যাপ) অনুযায়ী এখন কারখানা মালিকদের সংস্কার কাজ সম্পন্ন করতে হবে। রেমিডিয়েশন কো-অর্ডিনেশন সেল (আরসিসি) নামক একটি সংস্কারকাজ সমন্বয় কেন্দ্র ন্যাশনাল ইনিশিয়েটিভ-এর অধীনস্থ গার্মেন্টস কারখানাগুলোতে সংস্কার সম্পন্ন হয়েছে কি না তা যাচাই করবে।

আরসিসি কেন গুরুত্বপূর্ণ?

তৈরী পোশাক কারখানাগুলোতে নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করবার একটি প্রধান ধাপ হলো আরসিসি। এটি একটি বাস্তবসম্মত দৃশ্যমান প্রচেষ্টা যার মাধ্যমে নিরাপত্তা সংক্রান্ত সংস্কার কাজের একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরী হবে এবং দীর্ঘ মেয়াদে সকল শিল্পখাত এর দ্বারা উপকৃত হবে।

এ ছাড়াও আরসিসি দেশীয় নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর দক্ষতা এবং তাদের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে অবদান রাখবে। অ্যাকর্ড, অ্যালায়েন্স এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাগুলোর অনুপস্থিতিতে আরসিসি থেকে উদ্ভুত একটি 'ওয়ান স্টপ সেবাকেন্দ্র' কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়গুলো তদারকি করবে।

আরসিসিতে কারা থাকবেন?

আরসিসিতে কর্মী হিসেবে থাকবেন নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর প্রতিনিধিরা:

- কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ)
- ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
- রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক)
- PWD গণপূর্ত অধিদপ্তর
- বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক এর দপ্তর
- চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

প্রাথমিকভাবে সংস্কার কার্যক্রম নিরীক্ষন করতে তাদের প্রযুক্তিগত সহায়তা দেবেন বেসরকারি খাতের প্রকৌশলীরা।

আরসিসির উদ্দেশ্য কি?

দীর্ঘমেয়াদে আরসিসি শিল্পখাতে নিরাপদ কর্মপরিবেশ বিষয়ক একটি সংস্থায় রূপান্তরিত হবে এবং ওয়ান স্টপ সেবাকেন্দ্র হিসাবে কাজ করবে।

উদ্যোক্তারা কারখানা স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল লাইসেন্স এই ওয়ান স্টপ সেবাকেন্দ্র থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন।

কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং একই সঙ্গে, আরো কার্যকর, স্বচ্ছ ও উন্নত বিনিয়োগ পরিবেশ সৃষ্টিতে অবদান রাখবে আরসিসি।

এর ফলে দেশের শিল্পখাত ও শ্রমিকেরা উপকৃত হবেন।

আরসিসির অংশীদার কারা?

বাংলাদেশ সরকার, বিজিএমইএ ও বিকেএমই-এর সহযোগিতায়, ট্রেড ইউনিয়ন ও আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে এবং আইএলওর প্রযুক্তিগত সহায়তায় আরসিসি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর অর্থায়নে ভূমিকা রেখেছে কানাডা, নেদারল্যান্ডস এবং যুক্তরাজ্য।

আরসিসির কার্যক্রম কি হবে?

আরসিসি একটি অস্থায়ী ইউনিট (আরএমজি) যার কাজ ন্যাশনাল ইনিশিয়েটিভ-এর অধীনস্থ গার্মেন্টস কারখানাগুলোতে সংস্কার কাজ পরিচালনা করা।

ন্যাশনাল ইনিশিয়েটিভ পরিদর্শন করেছে এমন প্রতিটি কারখানায় সংশোধনমূলক কর্মপরিকল্পনা (ক্যাপ) এবং ডিটেইল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসেসমেন্ট (ডিইএ) বাস্তবায়িত হচ্ছে কি না তা নিরীক্ষণ করবে আরসিসি।

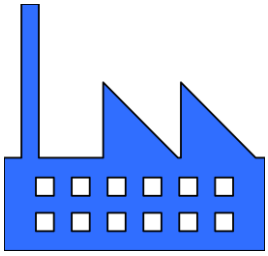

প্রাথমিকভাবে আরসিসি বর্তমানে সক্রিয় ১২৯৩টি কারখানা নিয়ে কাজ করবে।

তবে নতুন কারখানা স্থাপিত হলে এবং তা ন্যাশনাল ইনিশিয়েটিভ-এর অন্তর্ভুক্ত হলে, অথবা কোনো কারখানা অ্যাকর্ড বা অ্যালায়েন্স জোট থেকে বেরিয়ে আসলে এই সংখ্যার পরিবর্তন হতে পারে।

আরসিসি অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্সের সাথে জ্ঞান বিনিময় করতে সহায়তা করবে এবং একটি টেকসই শ্রম পরিদর্শন পদ্ধতি তৈরী করবার লক্ষ্যে সরকারী কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করবে।

রেমিডিয়েশন কো-অর্ডিনেশন সেল (আরসিসি)-এর সহায়তায়:

Canada

Kingdom of the Netherlands

UKaid
from the British people

ILO
International Labour Organization